মোজাহেদে আজম

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী

ছদর ছাহেব হুজুর রহ.

ইংরেজী পড়িব না কেন?

facebook/@maktabatuttalamij

ইংরেজী
পড়িব না কেন?

মোজাহেদে আজম

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী

ছদর ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ALLAMA SHAMSUL HAQUE FARIDPURI
SADAR SAHEB RH. FOUNDATION

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন

গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

facebook/@maktabatuttalamij

ফাউন্ডেশন প্রকাশনা

ইংরেজী পড়িব না কেন?
মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী
ছদর ছাহেব রহ.

প্রকাশনায় ঃ প্রকাশনা বিভাগ
আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন
গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল ঃ ০১৯৩২ ৩৮ ৩৩ ৩৮
মেইল ঃ sadarsahebfoundation@gmail.com

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
রবিউস সানি ঃ ১৪৪৩
অগ্রহায়ণ ঃ ১৪২৮
নভেম্বর ঃ ২০২১

হাদিয়া ঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

ENGREJI PORIBO NA KENO

By Muzahede Azom Allama Shamsul Haque Faridpuri
Sodor Saheb Rh.
Published: Allama Shamsul Haque Faridpuri
Sador Saheb Rh. Foundation
Date of Publication: November 2021

Price: 30 (Thirty) Taka Only

facebook/@maktabatuttalamij

দোয়া

মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুজুর রহ. মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের জন্য পথপ্রদর্শক। হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর থেকে ইলমে মারেফাতের দৌলত পরিপূর্ণ সংগ্রহ করে নিজেকে গঠন করেছিলেন হজরত সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর পূর্ণ নমুনায়। তিনি তাঁর ইলম, আমল, খোদাভীতি, তাওয়াক্কুল এবং উম্মতের জন্য কল্যাণকর সব কাজের মাধ্যমে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন। আখেরি জামানায় তাঁর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের নমুনা খুঁজে পাওয়া যেতো। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের নামের আগে 'নাচিজ' লিখতেন, নিজেকে তিনি এমন নগণ্য মনে করতেন।

ওয়ালেদ ছাহেব (মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.) তাঁর সংক্ষিপ্ত হায়াতে পতনোন্মুখ মুসলিম উম্মাহর জন্য বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় সাড়ে ষোলো হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী কোরআনের তাফছীর এবং বাংলায় দুই শতাধিক কিতাব লিখে সম-সাময়িক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। **আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন** ওয়ালেদ ছাহেবের লিখিত হক্কানী তাফছীর ও অন্যান্য কিতাব বৃহৎ পরিসরে মানসম্মতভাবে প্রকাশের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা খুবই প্রশংসনীয়। এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত।

আশা করি, এই মহতি উদ্যোগ ছদর ছাহেব হুজুর রহ.-এর লেখার আশেকদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করবে। আমি এই উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদানের দোয়া করছি। আল্লাহ এই মহামনীষীর মূল্যবান লিখনিগুলো সবার হাতে পৌঁছানোর তাওফিক দিন এবং সবার শ্রম কবুল করে নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

আল্লামা মুফতি রুহুল আমিন
ছাহেবজাদা, আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.
মুহতামিম, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা
আমির, খাদেমুল ইসলাম বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

বিনম্র কৈফিয়ত

মেধা ও মনন জগতের সর্বাগ্রসর ব্যক্তিত্ব, বিংশ শতাব্দীর দরদি রাহবার, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জগতের প্রবাদপুরুষ, সফল সমাজ সংস্কারক, আদর্শ সমাজ গঠনে অবিসংবাদিত অভিভাবক, এদেশের মানুষের ঈমানি জাগরণের অগ্রদূত মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

শিক্ষা, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়- সর্বক্ষেত্রেই তাঁর উপস্থিতি ছিল হীরক জ্যোতির মতো বিরাজমান। তার বিস্তৃত কর্মময় জীবনের অমরকীর্তির আভা অনেক; আজও দৃশ্যমান। লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত বাঙালি জাতির কাছে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

দখলদার ইংরেজদের গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের করুণ পরিস্থিতির কথা ইতিহাসের পরতে পরতে লেখা রয়েছে। ব্রিটিশ বেনিয়া কর্তৃক সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করে আলেম-উলামাদের বিরুদ্ধে মামলা-হামলা, হত্যা ও নারকীয় জুলুম-অবিচারের মাধ্যমে যখন উপমহাদেশ থেকে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে ফেলার পায়তারা চলছিল, তখন তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক এবং দেওবন্দের আদর্শ ধারণকারী, যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে ইলম ও আমলের মশাল হয়ে বাঙালী জাতির সামনে আবির্ভূত হন। স্নিগ্ধ, সুকোমল অথচ তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে ম্লান হতে থাকে বাতিল অপশক্তি। তিনি এদেশের মুসলমানদের ঈমানী চাহিদাপূরণ ও দ্বীনি খোরাক যোগান দিতে সক্ষম হন। এভাবেই হয়ে ওঠেন জাতির অভিভাবক, কালের দলিল। জাতীয় পরিসর ছাড়িয়ে বর্হিবিশ্বে তিনি যে মান্যতা, সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন, তা অনন্য দৃষ্টান্ত। এর পেছনে কাজ করেছে তার ছয় দশকেরও বেশি সময়কালের শিক্ষকতা, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্রিয় মনস্বী তৎপরতা।

মোজাহেদে আজম রহমাতুল্লাহি আলাইহি যেমন মসজিদভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের রূপরেখা দিয়েছেন, তেমনি অপসংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে জাতিকে রক্ষায় বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। বাংলা ভাষাভাষীদের হৃদয়ের খোরাক হিসেবে রচনা করেছেন সাড়ে ষোলো হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী পবিত্র কোরআনের তাফছীর এবং দুই শতাধিক কিতাব। তিনি লেখনিতে সম-সাময়িক সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়েছেন। মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, তাবলিগ, আত্মশুদ্ধি, ইসলামি রাজনীতি, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহসহ মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে দ্বীনের তরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিয়েছেন। তার

facebook/@maktabatuttalamij

কৃতিত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কারণে ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খ্যাতনামা অনেক মাদরাসা ও অসংখ্য মসজিদ। ফলে বিশ্ব দরবারে মসজিদের শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।

'ছদর ছাহেব হুজুর' নামে তিনি সমধিক পরিচিত, সে হিসেবে তাকে বলা যায়- জাতির শিক্ষক। তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন, শিক্ষার সবগুলো প্রবাহকে প্রত্যক্ষভাবে ছুঁতে পেরেছিলেন। ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা, চেতনার কঠোরতা এবং সমাজ বিচারের বিপুল পারঙ্গমতা তাঁকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষে পরিণত করে। তিনি সেই বিরল ব্যক্তিত্বের একজন, যিনি তাঁর চিন্তা ও কর্মকে একসূত্রে গেঁথেছেন। চিন্তার বিশালতা, গভীর পান্ডিত্য, সুনাম, খ্যাতি সত্ত্বেও নিজেকে সংযত রাখতেন। ফলে সমকালের মানুষ বুঝতে পারেনি, তিনি কত বড় মাপের বিদ্বান ও চিন্তাশীল মানুষ।

সময়ের পরিক্রমায় অতীতের মতো পরবর্তী প্রজন্মও তাকে ধারণ করতে পারেনি। এটা অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। আমরা তার রেখে যাওয়া আমানতের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। বলতে আফসোস হয়, বুক ভারী হয়ে আসে- একটি তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী রচনা করে আগত প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারিনি। আমাদের কাজে-কর্মে প্রমাণিত, আমরা তার আমানতকে জাতির নিকট পৌঁছে দিতে অক্ষম। আরও বড় আফসোসের বিষয় হলো, হুজুরের অনবদ্য কৃতিত্ব তার মৃত্যু পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের অধিক সময়ে প্রকাশ করে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারা।

বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রকাশনী নানা সময়ে তার কিছু কিছু লিখনি প্রকাশ করেছে, কিন্তু তা ছদর সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখনির আশেকদের চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেনি। বোদ্ধা পাঠকমহলে তার স্বর্ণোজ্জ্বল লিখনির চাহিদা সবসময়ই পরিলক্ষিত হয়েছে। কালের পরিবর্তনে তার অনেক লিখনি হারিয়ে গেছে- বিষয়টি আমাকে যারপরনাই মর্মাহত করেছে। এমতাবস্থায় নানাবিধ বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আমি ছদর ছাহেব হুজুরের লিখিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সকল কিতাব মাত্র দুই মাস সময়ের মধ্যে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

আমি দৃঢ়ভাবে সংকল্প করেছি, আমার জীবনের সবটুকু দিয়ে হলেও দাদাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব প্রকাশের ব্যবস্থা করব। কিতাবগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে মোজাহেদে আজম রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষা, বর্ণনাশৈলী ও বানানরীতিসহ সব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। তাঁর লিখিত কিতাবের মধ্যে 'ইংরেজী পড়িব না কেন?' অন্যতম। কিতাবটি **'আল্লামা শামছুল**

facebook/@maktabatuttalamij

হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব ফাউন্ডেশন' থেকে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহতায়ালার দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি।

কিতাবটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল থেকে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সম্মানিত পাঠকদের কাছে অনুরোধ, তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করবো।

কিতাবগুলো প্রকাশের খবরে মুহতারামা আম্মাজান খুশি হয়ে দোয়া করেছেন। এই বিশাল কাজের ক্ষেত্রে প্রিয় ছোটভাই মুফতি হুজায়ফা আমিনসহ যাদের অক্লান্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিনিদ্র শ্রম-সাধনা ও শেষ রাতের অশ্রু বিসর্জনের বিনিময়ে কিতাবটি প্রকাশ পেল, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। শুধু বলব আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদানে উভয় জগতে সম্মানিত করুন! আমিন!!

মুফতি উসামা আমিন
পৌত্র, ছদর ছাহেব রহ.
চেয়ারম্যান, আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী
ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন

facebook/@maktabatuttalamij

ইংরেজী
পড়িব না কেন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَخُدَّامِ دِيْنِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আজ সারা দুনিয়াতে মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় দুশমন ইংরেজ। মাশরেকী পাকিস্তানে বা পাকিস্তানে যদিও দেখা যায় যে, হিন্দুগণই পাকিস্তানের বড় দুশমন কিন্তু আমরা হিন্দুদেরে বড় বলিয়া স্বীকার করি না। হিন্দুগণ যদি রাশিয়া, আমেরিকা এবং ইংরেজদের সাহায্যে পরিপুষ্ট না হয়, তবে তাহারা মুসলিম জাতির সামনে কিছুই নয়। মুসলিম জাতির বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এদের জাতির ভিত্তি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক সীমারেখার উপর নয়। এই জন্য সমগ্র বিশ্বে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রকারান্তরে হিন্দু জাতি রহিয়াছে মাত্র হিন্দুস্থানে।

ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য হইল এইখানে যে, অন্যান্য ধর্মে ধর্মের ব্যাখ্যা শুধু কতকগুলি আন্তরিক অন্ধ বিশ্বাস এবং কতগুলি তপ-জপ বা কতগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস (তাওহীদ, রিসালাত ও কিয়ামতের একিনী বিশ্বাস) এবং আধ্যাত্মিক ইবাদত-বন্দেগী (নামায, রোযা, যিকরুল্লাহ ইত্যাদি) ধর্মের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি রাসুলের আদর্শ অনুসারে সমাজ গঠন, সমাজে ন্যায়বিচার সংস্থাপন, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি সাধনও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। শুধু ইহাই নহে অধিকন্তু ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ চূড়াই বলা হইয়াছে ইসলামী ন্যায়নীতি অনুসারে রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া তদানুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করতঃ দুনিয়ার বুকে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করাকে।

মুষ্টিমেয় আরব যখন আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের (হাদীস) আদর্শ এবং শক্তি সংগ্রহ করিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের পাপাচার এবং রোম সাম্রাজ্যের অন্যায়, অত্যাচার ও অশান্তি বিদূরণ পূর্বক প্রায় অর্ধবিশ্বে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন তখন কর্ডোভা, গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন-হাদীসের আলোতে সমস্ত জ্ঞান-

facebook/@maktabatuttalamij

বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করিয়া খ্রিস্টানগণ মুসলিম জাতির শক্তির মূল উৎস আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল। মুসলিম জাতির সর্বশক্তির মূল উৎস হইয়াছে আল্লাহর কুরআন এবং রাসুলের (হাদীসের) জীবনাদর্শের শিক্ষার অনুবর্তী হওয়া। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনুবর্তী হইলে শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। জাগতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে অনুবর্তী হইলে পার্থিব উন্নতিও হইবে।

খ্রিস্টানগণ এই মূলমন্ত্র অবগত হইয়া একদিকে যেমন তাহারা কুরআনের জাগতিক দিকের অনুবর্তী হইয়া জাগতিক উন্নতি করা শুরু করিল, তেমনি অপর জাগতিক দিকের অনুবর্তী হইয়া জাগতিক উন্নতি করা শুরু করিল। তেমনি অপর দিকে তাহারা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে মুসলমান জাতিকে দুর্বল করিবার জন্য গোপন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। যেহেতু তাহারা জানিত যে, তাহাদের শত্রু যদি দুনিয়াতে কেউ থাকে তবে সে মুসলিম জাতি; হিন্দুজাতি বা অন্য কোন জাতি নয়। এই জন্য তাহারা ক্রমান্বয়ে অতি কৌশলে গেরিলা যুদ্ধের ন্যায় পিছনের দিকে সরিয়া আস্তে আস্তে মুসলমানগণ যখন তাদের মূল আদর্শ হইতে দূরে পড়ার কারণে অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়িল তখন তাহারা মুসলমানদের রাজ্যগুলি ছলে-বলে-কৌশলে দখল করিতে লাগিল। মরক্কো হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এই একই অবস্থা। যখন রাজ্য দখল করিল তখন তাহারা একদিকে শুধুমাত্র এক দিল্লীতে ২৭ হাজার কুরআন-হাদীসের অভিজ্ঞ আলেমকে ফাঁসি দিয়ে বধ করিল।

অন্য দিকে এক দিল্লীতেই ছিল দশ হাজার মাদরাসা আর এক বাংলাদেশে ছিল আশি হাজার মাদরাসা, তাহারা কুরআন-হাদীস শিক্ষার মাদরাসাগুলিকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করিয়া দিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, কুরআন-হাদীসের শিক্ষার মধ্যেই মুসলমান জাতির সমস্ত শক্তি নিহিত। এই জন্য তাহারা শুধু আলেমগণকে বধ করিয়া এবং মাদরাসাগুলিকে ধ্বংস করিয়াই ক্ষ্যন্ত হয় নাই। তাহারা নানারূপ এমন মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ও প্রচারণা আলেমদের বিরুদ্ধে করিতে লাগিল যাহাতে যাহারা পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল তাহারাও যেন রক্ষা না পায় বা রাজশক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও যেটুকু কুরআন চর্চা বা কুরআন শিক্ষা হইতে পারে তাহারও যে কোন মূল্য সমাজে না থাকে বরং কুরআন শিক্ষার শিক্ষক, বাহক ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যেন সমাজে এক প্রকার বিদ্বেষ ও বীতশ্রদ্ধভাব পয়দা হয়।

facebook/@maktabatuttalamij

তাহারা দেশে দুই রকমের শিক্ষার ধারা জারি করিল। এক রকমের শিক্ষা যাহাকে সাধারণতঃ ইংরেজী শিক্ষা বলা হয়। তাহাতে ধর্মের বা ইসলামের শিক্ষার নৈতিক চরিত্র এবং ধর্ম হারাইয়া ফেলে, যেহেতু ধর্মহীন শিক্ষার পরিণাম হামেশা হয় ধর্মদ্রোহীতা। ইহা ছাড়া ধর্মহীন নীতির লোকেরা কখনও স্বাধীনতা লাভ করিলেও স্বাধীনতার মর্যাদা তাহারা রক্ষা করিতে পারে না। এই জন্য তাহারা এক দিকে করিল এইরূপ ধর্মহীন শিক্ষা জারি। আর একদিকে ধর্মশিক্ষার নামে, মাদরাসার নামে, আরবী শিক্ষার নামে আর এক প্রকার শিক্ষার ধারা জারি করিল শুধু ধোঁকা দেওয়ার জন্য যাতে মুসলমানগণ বিদ্রোহী হইয়া না যায়; নতুবা এমন জীবনের শত্রু যারা তাদের কি কখনও ইসলামের শিক্ষা জারি করা এবং ইসলামের খেদমত করা, মুসলমানের ভাল করা উদ্দেশ্য ছিল? কস্মিনকালেও নয়- এই জন্যই ইংরেজ প্রবর্তিত মাদরাসা শিক্ষার মধ্যেও আমরা পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা বিকশিত হইতে দেখি না। বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধ্যায়গুলি সেখানে আমরা মোটেই আলোচনা করিতে, অনুসন্ধান করিতে বা উন্নতি করিতে দেখিতে পাই না।

দুইটি শিক্ষার ধারা জারি করিল মুসলমান সমাজের দুইটি বাহুকেই অকর্মা সাজাইয়া তাদের মধ্যে আত্মকলহ ও আত্মবিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্য। তাছাড়া তাহারা জানিত যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান এবং কিছু সংখ্যক আলেম এখনও এমন বাঁচিয়া আছে যাহারা ইংরেজের গোলামী বিশেষতঃ মনস্তাত্ত্বিক গোলামী এখনও স্বীকার করে নাই, সেই জন্য তাহারা সেই সব আলেমদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিবার জন্য আরও অনেক মিথ্যা প্রচার সমাজে ছড়াইয়া দিল। কতকগুলি চরিত্রহীন অ-আলেমকে আলেম বেশে সমাজে ছড়াইয়া দিয়া তাদের ভ্রষ্ট চরিত্রকে আলেমদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল, অনেকগুলি অযৌক্তিক ফতোয়া আলেমদের নামে প্রচার করাইয়া জনসমাজকে আলেমদের থেকে বীতশ্রদ্ধ করাইয়া দেওয়া হইল।

এ ছাড়া আরও অনেক মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডায় আলেমদের বিতাড়িত করা হইল। কিন্তু সেগুলি আমার এখানে আলোচ্য বিষয় নয়; এখানে আলোচ্য বিষয় এই যে, যে সব মিথ্যা ফতোয়া আলেমদের নাম দিয়ে প্রচার করা হইল তন্মধ্যে ইহাও একটি ছিল যে, আলেমগণ ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করাকে হারাম বলে- আলেমগণই ইংরেজী ভাষা শিখিতে না দিয়ে মুসলমান সমাজকে উন্নতি করিতে

facebook/@maktabatuttalamij

বাধা দিয়ে এত অবনতির মধ্যে ঠেলিয়া দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদ।

প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা এই ছিল যে, মোল্লা আর মিষ্টারের ঝগড়ার পূর্বে সমস্ত মুসলমান মোল্লা ছিল। সমস্ত মুসলমান মিলিয়া একতাবদ্ধ হইয়া এদেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াইয়া দিয়ে নিজেদের আত্মসত্ত্বা ও জাতীয় গৌরব রক্ষা করার জন্য এক বিরাট আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ ছিল। অবশ্য পরে ইংরেজগণ হিন্দুদের এবং হিন্দুঘেষা কতিপয় মুসলমানদেরকে হাত করিয়া মুসলমানদের সেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত করিয়া দিতে পারিয়াছিল। সেই ভয়েতে ইংরেজগণ খাঁটি মুসলমানদের উন্নতি হইতে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে এবং হিন্দুদেরে এবং কতিপয় হিন্দু ইংরেজঘেষা মুসলমানদের উন্নত করার উদ্দেশ্যে আলেমদের নামে এইরূপ ফতওয়া জারি করিয়া দিয়েছিল; শুধু ফতওয়া জারিই নয় আরও অনেক কিছু করিয়াছিল। যেমন- যাহারা ছিল বাড়ির চাকর তাদেরে বানান হইয়াছিল উস্তাদ, বাম দিক দিয়ে লেখাকে, বেদের ধরণের হরফকে লেখাকে মুসলমানগণ ঘৃণা করিত সেইরূপ লেখা লিখিতে ও পড়িতে মুসলমানদিগকে বাধ্য করা হইয়াছিল। কেউ লেখাপড়া শিখিয়া উপযুক্ত হইলেও গোপনে উপযুক্ত চাকুরীগুলি হিন্দুদেরে দেওয়া হইত, মুসলমানদেরে বঞ্চিত রাখা হইত। এই সব কারণে মুসলমানগণ একেতো রাষ্ট্র হারাইয়া হতবুদ্ধি আবার এই সব অপমানজনক আচার-ব্যবহার দেখিয়া একেবারেই হতভম্ভ। এই জন্য তাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে ধর্মীয় বল, শক্তি ও শিক্ষা ছিল তাও তারা হারাইয়া বসিল। কিন্তু ইংরেজগণ ও তাদের তল্পিবাহকগণ আলেমদের ঘাড়ে মিথ্যা দোষারোপ চাপান হইতে বিরত হইল না।

সেই যুগের বিশ্বস্ত আলেমগণের ফতওয়া এখনও মওজুদ আছে, সেই সব ফতওয়া দেখিয়া মাওলানা থানভী (রহ.) ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে যে ফতওয়া দিয়েছেন সেই ফতওয়ার বঙ্গানুবাদই আমাদের এই পুস্তিকার আসল উদ্দেশ্য।

facebook/@maktabatuttalamij

ফতওয়ার অনুবাদ

আলেখাভাবে বা কোন অ-প্রসিদ্ধ আলেম যদি ঐরূপ কোন ফতওয়া দিয়ে থাকেন তবে তাহার অর্থ এই যে, ইংরেজদের ধর্মীয় বা সামাজিক চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, সীরাত-সুরত, খাদ্য-খাদক গ্রহণ করা এবং নিজের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, লেবাস-পোশাক না-পছন্দ করা বা তরক করা উভয়ই হারাম। কিন্তু যেহেতু এ দেশের সাধারণ মুসলমানগণ যেমন সাদা-সিধা, সরলমনা এবং যেমন নিজেদেরও কথা যা কাজও তাই ছিল, তদ্রূপ শত্রুদেরকেও অর্থাৎ ইংরেজকেও বোকামী বশতঃ তদ্রূপই মনে করিত যে, ইংরেজগণ শুধু তাদের ভাষা শিক্ষা দিতে চায়, মুসলমানদের উন্নতির জন্য, কেরানীগিরীর জন্য, ধর্ম সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদার, তারা কারুর ধর্মে কোন হস্তক্ষেপ করে না কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। ইংরেজরা বলে এক রকম, করে আর এক রকম। ইসলামের সঙ্গে তাদের পূর্ণ দুশমনী কিন্তু মুখে বা কাগজে-কলমে তা প্রকাশ করে না।

কাজে এবং ফলে দেখা যায় যে, তারা ইসলামের সাথে পুরোপুরি দুশমনীই করে। ইংরেজী ভাষা এবং কেরাণীগিরি শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে ধর্মের আলো আদৌ সেখানে প্রবেশ করিতে না পারে। তার বন্দোবস্তই এমন করিয়াছে যে, মুখে কখনও বলিবে না, কলমে কখনও লিখিবে না যে, তোমরা খ্রিস্টান হইয়া যাও বা দাড়ি রাখিও না, পর্দা মানিও না, টুপি মাথায় দিও না, আচকান-পায়জামা পরিও না বা নামায পড়িও না, জাতিত্ববোধ ছাড়িয়া দেও কিন্তু সেই পরিবেশই এমন- যে কচি ছেলে এখনও তাহার নিজের ধর্ম সম্বন্ধে আদৌ কোন জ্ঞান রাখে না, নিজের ধর্মীয় সাহিত্য-ইতিহাস আদৌ সে পড়ে নাই, কোনও পীরে কামেলের বা মোহাক্কেক আলেমের সোহবতে থাকিয়া নিজের ধর্ম বিশ্বাসকে আদৌ সে ভালরূপে দৃঢ় ও মজবুত করে নাই, সেই ছেলে সেখানে গিয়ে কিছুতেই নিজের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্ম-কর্ম জাতীয় শর্ত ঠিক রাখিতে পারিবে না। যেমন একজন নিষ্ঠুর-নির্দয় পিতা নিজের কচি শিশুকে অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে নিক্ষেপ করিয়া বলে, খবরদার! কাপড় যেন পুড়ে না।

অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়িয়া কাপড়কে আগুন হইতে বাঁচান যেমন কঠিন, ঠিক তদ্রূপ সেই পরিবেশে গিয়ে ধর্ম ঠিক রাখাও ততোধিক কঠিন।

facebook/@maktabatuttalamij

এর চাক্ষুষ প্রমাণ আজ দুই শত বৎসর পরে পাওয়া যাইতেছে যে, ভাল ভাল দ্বীনদার-পরহেজগার লোকের ছেলে-মেয়েরা খারাপ পরিবেশে গিয়ে কতদূর খারাপ হইতেছে। কিভাবে তারা নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে চলিয়া গিয়ে ধর্ম, জাতি, ঈমান সব খোয়াইতেছে। এমনকি দুনিয়ার শান্তি, নিয়ম-শৃঙ্খলা, দায়িত্বজ্ঞান, সততা, দয়া-মায়া, লজ্জা-শরম, মুরব্বীজ্ঞান ইত্যাদি হারাইয়া সর্বহারা হইয়া নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার মর্যাদাও তারা রক্ষা করিতে পারিতেছে না-খারাপ সোহবত ও সুশিক্ষা প্রসূত খারাপ পরিবেশের ইহাই পরিণাম। যাবৎ না সুশিক্ষা অর্থাৎ বৈষয়িক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা এবং সৎ সঙ্গ ও সৎ পরিবেশ গ্রহণ না করা হইবে তাবৎ এই বিকট রোগের চিকিৎসা অসম্ভব। এই জন্যই তাঁহারা হয়ত কথাটা সকলে সব সময় খুলিয়া-বুঝাইয়া বলেন নাই অথবা তাঁহাদের কথার অর্থ বিকৃতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা ইংরেজী পড়িতে মানা করেন অথচ কথাটা ওরূপ নয়, কথাটার অর্থ অনেক সুদূরপ্রসারী।

হযরত মাওলানা থানভী (রহ.) বলেন- আজকাল ইংরেজী শিক্ষা জায়েজ বা নাজায়েজ এ সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা বা প্রশ্নোত্তর হয় কিন্তু উভয় পক্ষেরই কথা বা যুক্তি-প্রমাণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই জন্য চূড়ান্ত ফায়সালা হয় না, ভালরূপে বুঝে না এসে ক্রমান্বয়ে দ্বন্দ্ব বাড়িতে থাকে, এইজন্য বিষয়টি ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজনবোধে কলম ধরিতেছি। আশাকরি সংক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও যাহাদের বুঝবার মত সদিচ্ছা এবং ন্যায়পরায়ণ সরল সূক্ষ্ম বুদ্ধি-বিবেক আছে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য যাহাদের সদিচ্ছাই নাই বা বিবেক যাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং টেড়া হইয়া গিয়েছে তাদের বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। আসল মকছুদ বুঝিবার জন্য ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি সর্বস্বীকৃত বিষয় আগে বুঝিয়া লইতে হইবে।

প্রথম ভূমিকা- হারাম কাজ এবং পাপের কাজ দুই প্রকার। এক প্রকার হারাম লি-আয়নিহি অর্থাৎ উহা আসলেই হারাম এবং পাপ; উহা কখনও হালাল বা জায়েজ হইতে পারে না। যেমন-যিনা করা, সতীত্ব নষ্ট করা, চুরি করা, শুকর খাওয়া, শরাব খাওয়া, সুদ খাওয়া ইত্যাদি এই কাজগুলি কখনও হালাল বা জায়েজ হইতে পারে না।

facebook/@maktabatuttalamij

দ্বিতীয় প্রকার-হারাম লি-গায়রিহি অর্থাৎ উহা নিজে পাপ নহে বটে কিন্তু অন্য পাপের কারণ ও অছিলা হওয়ার দরুণ হারাম বা পাপ হইয়াছে। যেমন জুমার নামাযের আযানের পরে ক্রয়-বিক্রয় হারাম এবং পাপ। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রয়-বিক্রয় পাপ নহে এবং হারাম নহে কিন্তু যেহেতু জুমার আযান হওয়া মাত্রই আল্লাহর যিকিরের দিকে তৎক্ষণাৎ যাওয়ার হুকুম হইয়াছে। কুরআনের আয়াতে আছে–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "হে মুমিন মুসলমানগণ! জুমার দিনে যখন নামাযের জন্য ডাক দেওয়া হয় অর্থাৎ আযান দেওয়া হয় তৎক্ষণাৎ তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া আইস।" আল্লাহর এই আদেশ লংঘন হয় বলিয়া ক্রয়-বিক্রয় হারাম হইয়াছে, নতুবা ক্রয়-বিক্রয় প্রকৃত প্রস্তাবে আসলে হারাম ও পাপ নহে।

দ্বিতীয় ভূমিকা- একটি কাজ হয়ত নিজে হালাল, জায়েজ এবং মুবাহ হইতে পারে কিন্তু অন্য হারাম কাজের অছিলা এবং জরিয়া হওয়ার কারণে ইহা হারাম হইয়া যাইবে। যেমন-রাষ্ট্রদ্রোহী' রাষ্ট্রের শত্রুদের কাছে হাতিয়ার, অস্ত্র বা খানা-রসদ বিক্রয় করা হারাম। প্রকৃত প্রস্তাবে হাতিয়ার অস্ত্র বা খাদ্য, রসদ বিক্রয় করা মুবাহ এবং জায়েজ ছিল কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রের শত্রুরা উহা ক্রয় করিয়া নিয়ে রাষ্ট্রের এবং জাতির সর্বনাশ এবং ক্ষতিসাধন করিবে, সেই জন্য হাতিয়ার এবং খাদ্য বিক্রয় করা হারাম হইয়াছে। সমস্ত ফিকাহ কিতাবে এই মাসআলার উল্লেখ আছে।

তৃতীয় ভূমিকা- ইসলাম ধর্ম (দ্বীন ইসলাম) শুধু পাঁচ বেনার নাম নয় অর্থাৎ শুধু- ১. মুখে কালিমা পড়া, ২. নামায পড়া, ৩. রোযা রাখা, ৪. হজ্জ করা, ৫. যাকাত দেওয়ার নাম নয়। ইসলাম ধর্মের আসল বুনিয়াদ হইতেছে আকায়েদ অর্থাৎ তাওহিদ, রিসালাত এবং কিয়ামতের অকাট্য বিশ্বাস। তারপর চরিত্র গঠন অর্থাৎ সবর করা, শোকর করা, নিয়ত খালেছ করা, নম্র স্বভাব হওয়া, দান করা, সেবা করা, সত্য কথা বলা, কানাআত করা অর্থাৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করার পর আল্লাহ যা দেন তাতেই আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ধর্ম শিক্ষা করা, ধর্ম প্রচারে সাহায্য করা ইত্যাদিও ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ। তারপর সততা, সত্যতা, খাঁটিত্ব এবং ন্যায়পরায়ণতা সহকারে অর্থ উপার্জন করা, শিল্প ব্যবসায়ে উন্নতি করা এবং সত্যতা, ন্যায়বিচার এবং আমানতদারী

facebook/@maktabatuttalamij

ও খেদমত গুজারীর সঙ্গে রাষ্ট্র সংগঠন, রাষ্ট্র পরিচালনাও ইসলামের অঙ্গ। এইরূপে ইসলামী তাহযীব, তামাদ্দুন, সভ্যতা, ভদ্রতা, সততা, সতীত্ব রক্ষা করাও ইসলামের অঙ্গ। অতএব শুধু নামায পড়িলে, দাঁড়ি রাখিলেই তাকে পুরা মুসলমান বলা যাইবে না। তার পূর্ণ ইসলাম পালন করিতে হইবে। তবেই তাকে পুরা মুসলমান বলা যাইবে এবং একটি জিনিসেরও অঙ্গ হানী হইলে তাহাকে অঙ্গহীন ইসলাম বলা হইবে।

চতুর্থ ভূমিকা- হাদীস শরীফে আসিয়াছে, দুনিয়ার লানতী জিনিস, শুধু আল্লাহর যিকির এবং তৎসংশ্লিষ্ট জিনিস ছাড়া অর্থাৎ আল্লাহর কুরআন, রাসুলের হাদীস যারা শিক্ষা দান করে বা শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁরা ছাড়া–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

"দুনিয়ার মহব্বতই সমস্ত পাপের জড়"

কুরআনের আয়াতে আছে–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার যিন্দেগীকে তোমরা বেশী ভালবাসিতেছ অথচ আখেরাতের যিন্দেগী তার চেয়ে অনেক ভাল এবং চিরস্থায়ী। এই ধরণের দুনিয়ার মহব্বতের খারাবী সম্বন্ধে যে সমস্ত আয়াত এবং হাদীস আছে তাহার অর্থ দুনিয়ার পবিত্র জীবন বা দুনিয়ার জরুরী ঘর-বাড়ি, হালাল টাকা-কড়ি নয়, তাহার সার অর্থ টাকার লোভ এবং সম্মানের বা পদের মোহ অর্থাৎ নিজের মান-ইজ্জত, শান-শওকত এবং পদের মোহ এবং টাকার লোভ এত বাড়িয়া যাওয়া যে, যদি কোন কথা বা কাজের দ্বারা ইসলামের উন্নতি হয় কিন্তু টাকার বা পদোন্নতির কি ক্ষতি হয় অথবা কোন কাজের দ্বারা ইসলামের উন্নতি হয় কিন্তু টাকার বা পদোন্নতির কোন ক্ষতি হয় অথবা কোন কাজের বা কথার দ্বারা অর্থের উন্নতি বা পদের উন্নতি হয় কিন্তু ইসলামের এবং ঈমানের অবনতি হয় তবে ইসলামের এবং ঈমানের কোন পরওয়া না করিয়া অর্থের উন্নতি এবং পদের ও সম্মানের উন্নতির পথকে বাছিয়া লওয়া। আমি দুনিয়ার মহব্বতের যে অর্থ বর্ণনা করিলাম, যাহারা কুরআন-হাদীস বুঝিয়া পড়িয়াছে তাঁহাদের কাছে অর্থ স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ।

facebook/@maktabatuttalamij

পঞ্চম ভূমিকা- শরীয়তের হুকুম হয় আসল হাকীকতের উপর অর্থাৎ জিনিসের আসল স্বরূপের উপর। শুধু নামের উপর হয় না। অতএব যদি কোন জিনিসের আসল হাকীকত ও স্বরূপ পরিবর্তন না হয়, শুধু পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয়। যেমন যদি কোন দেশে, কোন সমাজে বা কোন ভাষায় বা কোন পরিভাষায় শরাবের নাম শরবত, যিনার (ব্যাভিচারের) নাম নিকাহ (বিবাহ), সুদের নাম মুনাফা বা লাভ, ঘুষের নাম তোহ্ফা, নজরানা, উপরি আয়, জুয়ার নাম বিজনেছ রাখা হয় তাহাতে শরাবের, যিনা, সুদ, ঘুষ এবং জুয়া এইগুলি চিরকাল হারামই থাকিবে। নামের পরিবর্তনের কারণে ঐ সব হারাম জিনিস হালাল হইয়া যাইবে না।

ষষ্ঠ ভুমিকা– প্রচলিত ভাষায়, আইনের ভাষায় এমনকি বিজ্ঞানের ভাষায়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন একটি জিনিসের কোন একটি প্রক্রিয়া প্রমাণিত হইলে সর্বক্ষেত্রের জন্যই ঐ প্রক্রিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ প্রক্রিয়া দেখা না দিলে সেজন্য ঐ সাধারণ সূত্র, সাধারণ নিয়ম এবং সাধারণ আইনকে বাতিল বা মিথ্যা বলা যায় না, যেমন বিশিষ্ট পরিমাণ বিষ যদি বিজ্ঞানের পরীক্ষা দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবননাশক বলিয়া প্রমাণিত হয়, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কারণ বশতঃ জীবননাশক না হয়, তবে ঐ পরিমাণ বিষকে সর্ব ক্ষেত্রের জন্যই জীবননাশক বলিতে হইবে এবং সর্ব সাধারণের জন্যই ঐ পরিমাণ বিষকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ প্রচলিত ভাষায় বলা হইয়া থাকে, অমুক বংশের বা অমুক দেশের লোক বড় বাহাদুর (বীরপুরুষ) এর অর্থ এ হয় না যে, সে দেশে বা সে বংশে মোটেই কোন কাপুরুষ নাই। কিন্তু বংশের মধ্যে বা দেশের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক কাপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও বংশের বা দেশের যে সুখ্যাতি তাহাকে মিথ্যা বলা যায় না। এইরূপে আইন পরিষদে শতকরা নব্বই ভোট একটি জিনিসকে দেশের জন্য অপকারী মনে করিয়া ঐ জিনিসকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয় বা একটি জিনিসকে উপকারী মনে করিয়া তাহাকে বাধ্যতামূলক বলিয়া আইন পাশ করা হয় এবং সে আইন সর্বসাধারণ সকলের জন্যই মান্য করা বাধ্যতামূলক হইয়া যায়। এমনকি যাহারা বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তাহাদের পক্ষেও বাধ্যতামূলক হইয়া যায়।

facebook/@maktabatuttalamij

এজন্যই আরবীতে প্রবাদ বাক্য আছে–

لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ

অর্থাৎ অধিকাংশের জন্য যে ব্যবস্থা সকলের জন্যও সেই ব্যবস্থা।

আরও বলা হয়–

اَلشَّاذُّ كَالْمَعْدُوْمِ

অর্থাৎ অতি অল্প সংখ্যকের কোনই পৃথক অস্তিত্ব ধরা হয় না। ইংরেজীতে বলা হয়- Majority must be granted অর্থাৎ অধিকাংশের মত অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

সপ্তম ভূমিকা- কোন জিনিসের মধ্যে কোন তাছির আছে কি না, ইহার মীমাংসার জন্য সব সময় যুক্তি এবং কারণ জানার দরকার হয় না। অনেক সময় বাস্তব ও চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা এবং বহুবার পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারাও মীমাংসা করা যায়। যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। চুম্বকের মধ্যে এই তাছির কেন? তাহার কোন যুক্তি বা কারণ দর্শাইতে না পারিলেও শত শত বারের বাস্তব ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার দ্বারা একথা প্রমাণ হইয়াছে যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। যদি কেউ ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে না, তবুও যেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, কাজেই আমরা ঐ যুক্তি মানিতে পারি না। কেননা বাস্তব ও চাক্ষুষ দর্শনের সামনে যুক্তির কোনই স্থান হইতে পারে না, তাছাড়া যুক্তি দ্বিমুখো তলোয়ারের মত, যে দিকে ইচ্ছা চালান যায়। অতএব সামনে কাল্পনিক যুক্তি টিকিতে পারে না।

অষ্টম ভূমিকা- যে সব জিনিস মানুষের হাসিল করিতে হয় অর্থাৎ প্রয়োজনীয় তাহা দুই প্রকার। এক প্রকার মকছুদ লি-জাতিহি অর্থাৎ উহা না হইলে নয়, উহা নিজের একান্ত দরকারী। দ্বিতীয় মকছুদ লি-গায়রিহি অর্থাৎ নিজের দরকারী নয় কিন্তু অন্য কোন কারণে ঠেকাবশতঃ দরকারী হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে ফিকহের পরিভাষায় ضروری বলে। যাহা নিজেই দরকারী উহা হাসিল করিতেই হইবে, তাহার কোন সীমা-সংখ্যা দেওয়া যাইবে না। পক্ষান্তরে যাহা কোন কারণে ঠেকাবশতঃ দরকারী হয় উহা প্রয়োজন পরিমাণ এবং ঠেকা কাজ চালাইবার পরিমাণ হাসিল করিতে হইবে। যেমন খাদ্য এবং ঔষধ। খাদ্য

facebook/@maktabatuttalamij

মানুষের জন্য সব সময়-চিরকাল দরকারী। অতএব খাদ্য তার চিরজীবনের জন্য চাই। পক্ষান্তরে ঔষধ দরকারী হইয়াছে রোগের কারণে, ঠেকাবশত। রোগ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই ঔষধের প্রয়োজন আছে, রোগ যখন না থাকিবে তখন আর ঔষধের দরকার থাকিবে না, বরং তখন ঔষধ বন্ধ করিয়াই দিতে হইবে। এই জন্যই ফিকহের ভাষায় প্রবাদ বাক্য আছে–

اَلضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدَرِ الضَّرُوْرَةِ

ঠেকা কাজ ঠেকা পরিমাণই করিতে হয়।

নবম ভূমিকা- দুইজন লোক যদি এই বিষয়ে মতবিরোধ করে, একজনে একটা গাধার নাম রাশেদ রাখিয়া বলে রাশেদ একটা গাধা। আর গাধার মধ্যে লেখাপড়া করার শক্তি নাই। আর একজনে একটা অমানুষের নাম রাশেদ রাখিয়া বলে যে, রাশেদ একটা মানুষ, মানুষের মধ্যে লেখাপড়া করার শক্তি আছে, কাজেই রাশেদের মধ্যে লেখাপড়া করার শক্তি আছে- এই যে দুইজনের মতবিরোধ একজন বলিতেছে, রাশেদের মধ্যে লেখাপড়া করার শক্তি আছে; এই যে মতবিরোধ ইহা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই মতবিরোধের তত গুরুত্ব নাই। কারণ একটু চিন্তা এবং একটু অনুসন্ধান করিলেই যে রাশেদ মানুষের নাম না গাধার নাম? মতবিরোধ মিটিয়া যাবে। অবশ্য যদি এই বিষয় নিয়ে দুইজনে মতবিরোধ করে যে মানুষের মধ্যে লেখাপড়া করার শক্তি আছে কি না? তবে সে মতবিরোধে যেহেতু একটি সাধারণ সূত্রের ব্যাপার, কাজেই এরূপ মতবিরোধের গুরুত্ব আছে।

দশম ভূমিকা- যদি কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন হুকুম অস্থায়ী কোন কারণ বশতঃ করা হয় তবে প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ অস্থায়ী কারণই হুকুমের মূলভিত্তি হয়। সুতরাং দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তনের কারণে যদি ঐ মূল ভিত্তির পরিবর্তন হইয়া যায় তবে হুকুমেরও পরিবর্তন হইয়া যাইবে।

উপরোক্ত দশটি ভূমিকা সর্বস্বীকৃত এবং সর্ববিদিত। এখন আসল মকছুদ কথা বলিতেছি- ইংরেজী একটি ভাষা। ভাষা হিসাবে যে কোন একটি ভাষা শিক্ষা করা প্রকৃত প্রস্তাবে হারাম বা পাপ হইতে পারে না। বর্তমানে ইংরেজী শিক্ষা বলিতে শুধু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বুঝায় না, ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান- স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থ, ভূ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, নক্ষত্র বিজ্ঞান, মনস্তত্ব-বিজ্ঞান ইত্যাদি

facebook/@maktabatuttalamij

বিষয়সমূহও বুঝা যায়। এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করাও প্রকৃত প্রস্তাবে হারাম বা পাপ হইতে পারে না। অবশ্য যদি এই ভাষা এবং এই বিষয়সমূহ শিক্ষা করার সাথে সাথে অন্য কোন উপায়ে, অন্য কোন কারণে ধর্মের শিথিলতা, ঈমানের বিরোধিতা ও শরীয়তের খেলাফ দেখা দেয় তবে ইহা হারাম লি-আয়নিহি হইবে না, হারাম লি-গায়রিহি হইবে (যেমন প্রথম ভূমিকাতে বলা হইয়াছে)। যখন প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মের শিথিলতা, ঈমানের বিরোধিতা এবং শরীয়তের খেলাফ দেখা দিবে তখন ঐ শিক্ষা নিজে জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও এই সব কারণে হারাম, পাপ এবং নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে। (যেমন দ্বিতীয় ভূমিকাতে বলা হইয়াছে।)

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখুন যে, বর্তমানে ইংরেজী লাইনে পড়ার দরুণ স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির খারাপ পরিবেশের কারণে (এমনকি আজকাল অনেক বই-পুস্তকে পর্যন্ত শরীয়তের খেলাফ কথা লেখা হইতেছে এবং অনেক স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে অনেক শিক্ষকও শরীয়তের খেলাফ বক্তৃতা পর্যন্ত দিতে দুঃসাহস করিতেছে) নামায-রোযা পালন সম্বন্ধে শিথিলতা আসিয়াছে। এমনকি অনেক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে নামায-রোযার আবশ্যকতা ও ফরজিয়াত সম্বন্ধে সন্দেহ করতে এমনকি ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পর্যন্ত সন্দেহ করিতে শুনা যায়। এতদ্ব্যতীত নিজেদের জাতীয় গৌরববোধ, নিজেদের জাতীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ববোধ পর্যন্ত শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণ হারাইয়া ফেলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে Superiority complex এর পরিবর্তে অহঙ্কার এবং গরিব মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, পীর, উস্তাদ, আলেম, তালিবে ইলম, গরিব জনসাধারণ মুসলমানদের প্রতি একটা তুচ্ছ ভাব আসিয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে Inferiority complex ঢুকিয়া যাইতেছে, নিজের জাতীয় পোশাক, জাতীয় চাল-চলন, জাতীয় সুরত-সীরাতের প্রতি অবজ্ঞার ভাব আসিয়া যাইতেছে। ঘুষ, সুদ, Smuggling Hoarding, black marketing, overtaxing নেশাপান, যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা, নাচ-গান, কুৎসিত ছবির নেশা ইত্যাদি দুর্নীতিও ঢুকিয়া যাইতেছে এবং বিজাতীয় অনুকরণ করা যে, Inferiority complex বশতঃই হইয়া থাকে এই অনুভূতিটুকু এবং এই খেয়ালটাও চলিয়া যাইতেছে। তাহারা প্রকৃত জ্ঞানের চেয়ে-জ্ঞান অনুশীলনের চেয়ে, সেই দেশীয় নেকটাই, Clean shave বেপর্দা, বে-হায়ায়ী এবং

facebook/@maktabatuttalamij

কপটতা, কৃত্রিমতা ও বাহ্যিক আড়ম্বরই আমদানী করিতেছে বেশী। এই সবই ঈমানের বরবাদী, কেননা এই কাজগুলি সবই ইসলাম বিরোধী সুতরাং আসলে ইংরেজী শিক্ষা হারাম না হইলেও যেহেতু ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম বিরোধী এই পাপগুলি আসিয়া পড়িতেছে। এই সব কারণে এই শিক্ষাকে পাপ এবং হারাম করিয়া দিতেছে। (যেমন তৃতীয় ভূমিকায় বলা হইয়াছে) এতদ্ব্যতীত দিবা-রাত্র আখেরাতের কথা, ধর্মের কথা, নৈতিক চরিত্রের উন্নতির কথা, আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা মোটেই আলোচনা না করিয়া বরং সে আলোচনাকে মোল্লা কি খেয়াল মনে করিয়া সদা-সর্বদা শুধু অর্থলোভ এবং পদের মোহের চিন্তা চর্চা এবং চেষ্টা করাই হইয়াছে তাহাদের পেশা এবং সে চেষ্টার বেলায়ত শরীয়ত পালনের আদৌ খেয়াল না রাখাই হইয়াছে তাদের অভ্যাস। ইহাকেই বলা হইয়াছে অভিশপ্ত দুনিয়া, (যেমন চতুর্থ ভূমিকায় বলা হইয়াছে) অধিকন্তু এইরূপ অভিশপ্ত দুনিয়ার চিন্তা-চর্চা ও চেষ্টার নাম তাহারা রাখিয়া লইয়াছে উন্নত খেয়াল, উন্নতির চেষ্টা, কিন্তু নাম বদলাইলে তাতে আসল হাকীকত বদলিয়া যায় না। (যেমন পঞ্চম ভূমিকায় বলা হইয়াছে) অবশ্য এইরূপ তাছির সকলের মধ্যে পয়দা হয় না বা পূর্ণমাত্রায় পয়দা হয় না বটে কিন্তু শতকরা দশজন বোধ হয় এইরূপ তাছির থেকে বাঁচিয়া আছে কিনা সন্দেহ। এত অল্প সংখ্যক লোকের বাঁচিয়া থাকার কি মূল্য হইতে পারে? অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার আসল তাছির ও প্রক্রিয়া যে ছেলে-পেলেদেরকে খারাপ করিয়া দেওয়া একথা প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। (যেমন- Majority must be granted) বলা হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার এইরূপ তাছির ও প্রক্রিয়া হওয়ার কারণ কি? ধর্মহীন শিক্ষকদের কুসংসর্গের তাছির? না কুরআন-হাদীসের জ্ঞান এবং ধর্মের জ্ঞান না থাকার তাছির? না দর্শন এবং তর্ক শাস্ত্র পড়ার তাছির? না ধর্মহীন পাঠ্য পুস্তক প্রণেতাদের মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া যাহা পাঠকদের মনের উপর, তাহাদের মনের ও জ্ঞানের অগোচরে আস্তে আস্তে গোপনে গোপনে পড়িতে থাকে-সে যাহাই হউক না কেন? কারণ যাই থাকুক না কেন? যখন তাছির চাক্ষুষ দেখা যাইতেছে এবং শতকরা ৯০ টি ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, সেখানে কারণ অনুসন্ধান করার আর প্রয়োজন থাকে না। এমনকি যদি কেউ যুক্তি দ্বারা উহার খেলাফ প্রমাণ করিয়া দেয় তবে সে যুক্তিও বাস্তব এবং চাক্ষুষ প্রমাণের সামনে গ্রহণযোগ্য হইবে না (যেমন সপ্তম ভূমিকায় বলা হইয়াছে)।

facebook/@maktabatuttalamij

অবশ্য যদি কেউ দুনিয়ার জরুরতের জন্য (অর্থাৎ যদি রুজি-রোজগারের অন্য কোন উপায় না থাকে এবং শরীয়ত অনুসারে জরুরী প্রমাণিত হইয়া যায়) অথবা দ্বীনের জরুরতের- জন্য যেমন যদি কেউ বিদেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য বা ইংরেজী ভাষায় ইসলামী বিষয় প্রকাশ করার জন্য অথবা ইংরেজী ভাষায় ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছে তাহার যুক্তিযুক্ত খণ্ডন করার জন্য বা ইসলামের প্রভাব বিস্তার করার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে এবং উপরোক্ত খারাবী হইতে নিজেকে অতি সতর্কতার সহিত বাঁচাইয়া রাখে তবে অবশ্য এরূপ লোকদের জন্য আবশ্যক পরিমাণ ইংরেজী পড়া জায়েজ হইবে কিন্তু অতি সতর্কতা সহকারে (যেমন অষ্টম ভূমিকায় বলা হইয়াছে) কিন্তু কাজ না করিয়া শুধু মানুষের চোখে ধুলা দেওয়ার জন্য ভাল নিয়তের কথা প্রকাশ করার কোনই মূল্য নাই। উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রত্যেক ন্যায়বিচার ও নির্মল-বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্তমান যুগের ইংরেজী শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণ শরীয়তের খেলাফ এবং পাপের পথ। যদি কোন আলেম বা বিশ্বস্ত জ্ঞানী লোক ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলেন, তবে তাহার অর্থ এই হইবে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে হয়ত প্রমাণ করিবেন যে, অমুক লোকের মধ্যে ইংরেজী পড়ার যে সব তাছিরের কথা এইখানে বর্ণনা করা হইয়াছে সেসব তাছির পয়দা হয় নাই। কাজেই তাহার পাপ হয় নাই বা সে শরীয়তের খেলাফ কাজ করে নাই। নতুবা এ অর্থ হইতে পারে না যে, কোন বিশ্বস্ত জ্ঞানী লোক বা কোন বিশ্বাসযোগ্য আলেম যে সমস্ত খারাপ তাছিরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সমস্ত খারাপ তাছির পয়দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইংরেজী পড়াকে জায়েজ বলিতেছেন। এইরূপ ব্যক্তিগত মতবিরোধ আমার বর্ণনার বিপরীত নহে, কেননা (উহা অর্থাৎ) অমুক লোকের মধ্যে ঐ বিষ ঢুকে নাই, শরীয়তের কোন মাসআলা নহে। অবশ্য শরীয়তের মাসআলা এইটা যে, যদি বিষ ঢুকে, খারাপ তাছির ঢুকে তবে তাহা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং পাপ (যেমন নবম ভূমিকায় বল হইয়াছে)। এমতাবস্থায় যদি এমন কোন বন্দোবস্ত করা যায় যাতে বিষ না ঢুকিতে পারে, খারাপ তাছির না ঢুকিতে পারে অথচ শুধু তার উপকারিতা যেটুকু আছে সেটুকু হাসিল করিয়া লওয়া যায়, তবে তখন হারামের এবং পাপের হুকুম থাকিবে না। এরপর মাওলানা থানভী (রহ.) বলিয়াছেন যে, সেরূপ (বাস্তব) ওয়াকেয়া খুব কম।

facebook/@maktabatuttalamij

অনুবাদকের মন্তব্য

আমি নাচিজ শামছুল হক বলিতেছি, তখন সেরূপ আশা কম ছিল এবং চেষ্টার পথও প্রশস্ত ছিল না। কারণ তখন পরাধীনতার যুগ ছিল, ইংরেজ গভর্ণমেন্টের আমল ছিল তখন। এখন আমাদের নিজেদেরই গভর্ণমেন্ট হইয়াছে, আমরা আমাদের গভর্ণমেন্টকে জোর দিয়ে বলিতে পারি যে, মুসলমান ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহারা ধর্মহীন না হইয়া যাইতে পারে এবং ধর্মশিক্ষা হইতে অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের পূর্ণ জ্ঞান হতে বঞ্চিত না থাকে; এতটুকু চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। এখন খাঁটি (ধার্মিক) ধর্মপ্রাণ জ্ঞানী আলেমদের নিয়ে চিন্তা করিতে হইবে যে, আমাদের মুসলমানদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যে ধর্মহীনতার, নাস্তিকতার এবং কমিউনিজমের, বেয়াদবির, উচ্ছৃঙ্খল ভাবের বিষ ঢুকিতেছে এই বিষ যাতে না ঢুকিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন হওয়া প্রয়োজনীয়। এ সম্বন্ধে আমি আমার ব্যক্তিগত মত এখানে প্রকাশ করিতেছি

১. প্রাইমারী" স্ট্যাণ্ডার্ডে মুসলমান ছেলে-মেয়েদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে পূর্ণ কুরআন শরীফ আদ্যোপান্ত শুদ্ধ করিয়া চরিত্রবান ধার্মিক ওস্তাদের দ্বারা কুরআন শরীফের পূর্ণ আদব রক্ষা করিয়া পড়াইতে হইবে। মাধ্যমিক" স্ট্যাণ্ডার্ডে মূল আরবী ভাষার জ্ঞান জন্মাইয়া কুরআন শরীফের অর্থ পড়াইতে হইবে। উচ্চ পর্যায়ও মূল আরবী ভাষার জ্ঞানের সঙ্গে রাসুলের (সা.) জীবনকীর্তি অর্থাৎ একখানা হাদীসের কিতাব আদ্যোপান্ত উপযুক্ত, চরিত্রবান, ধার্মিক উস্তাদের দ্বারা পড়াইতে হইবে। প্রত্যেক পর্যায়ে পড়া এবং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমল-আখলাকের ও নৈতিক চরিত্র গঠনের অনুশীলন এবং পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

২. বাংলা-ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যেও নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা থাকিতে হইবে এবং বৈষয়িক শিক্ষার কোন পুস্তকে কোন কথা নীতি বিরোধী বা ধর্ম বিরোধী হইতে পারিবে না। কঠোর হাতে ইহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৩. ধর্মহীন, চরিত্রহীন বা ধর্মবিরোধী কোন শিক্ষককেই শিক্ষা কাজের যোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

facebook/@maktabatuttalamij

৪. শিক্ষকের মর্যাদা বাড়াইয়া দিতে হইবে।

৫. সহ-শিক্ষা বন্ধ করিতে হইবে। মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কেননা যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার ফলে যুবকদের চরিত্র নষ্ট হইবে, যুবতীদের সতীত্ব নষ্ট হইবে, পাপের স্রোতপ্রবাহিত হইয়া দেশ ও জাতি ধ্বংস হইবে, ভবিষ্যত বংশধর নষ্ট হইয়া যাইবে। চরিত্রহীন পিতার ঔরসে, অসতী মাতার গর্ভে কখনো সৎ-সাহসী সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে না।

৬. বিজ্ঞানের নাস্তিকতা-ভিত্তিমূলক পুস্তকগুলি আস্তিকতা ভিত্তিমূলক করিয়া পুনরায় লেখাইতে হইবে।

৭. দর্শনের পুস্তকগুলি তুলনামূলকভাবে এমন শিক্ষকের দ্বারা পড়াইতে হইবে যাহাদের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় আছে।

৮. যাহারা বৈষয়িক শিক্ষার সঙ্গে অথবা বৈষয়িক শিক্ষা বাদে ধর্ম শিক্ষায় পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ধর্ম শিক্ষা এবং ধর্ম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে চাহিবে তাহাদের বিশেষ সাহায্য-সহায়তা সমাজের এবং হুকুমতের করিতে হইবে যেমন অন্যান্য বিষয়ে করা হয়।

৯. বিদেশে (foreign) এ পাঠাইতে হইলে এমন ছেলে পাঠাইতে হইবে যারা নিজের জাতীয় আদর্শে এত দৃঢ় যেন অন্যের আদর্শের দ্বারা নিজে প্রভাবান্বিত না হয়, inferiority complex যেন তার ভিতরে না আসে।

১০. Class I হইতে B.A. Class পর্যন্ত দুইটি পেপার এবং ২০০ মার্ক প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এবং আরবী শিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে রাখিতে হইবে। বৈষয়িক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি এইভাবে কঠোর হাতে ধর্ম শিক্ষার এক সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয় তবে আশা করা যায় আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যে নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলা ও কমিউনিজম ঢুকিতেছে তাহার সংশোধন হইবে। এই সূত্রে আমি এতদূর বলিতে পারি না যে, সংশোধনের আশা আছে কি না বা কি পরিমাণ আছে? কিন্তু গোলামীর যুগ অতিবাহিত হইয়া স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে চেষ্টার পথ প্রশস্ত হইয়াছে একথা বলিতে পারি। সুতরাং চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। অন্যথায় নিজের ছেলে-মেয়েদের বিনা সংশোধনে কুসংসর্গে ও কু-শিক্ষার পরিবেশে

facebook/@maktabatuttalamij

পাঠাইয়া দেওয়া যেন নিজের কলিজার টুকরাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা। তাছাড়া ছেলে-মেয়ে আল্লাহর তরফ হইতে মা-বাপের হাতে আমানত। এই আমানতে খেয়ানত করিলে দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করিলে মহাপাপী হইতে হইবে। বাপের শুধু ছেলের ভবিষ্যত জীবনে কী খাইয়া বাঁচিবে বা মেয়ের কিভাবে বিবাহ হইবে সেই চিন্তা করিলেই দায়িত্ব পালন করা হইল না, তাহাদের খাদ্যের এবং বিবাহের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্রের এবং ধর্মের ও ঈমানের চিন্তা করা ততোধিক জরুরী ।

কে মানিবে, কে না মানিবে বা কে টিটকারী করিবে বা প্রশংসা করিবে, সে চিন্তা করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের আলোতে জনসাধারণকে হক কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া-জানাইয়া দেওয়া।

মক্কা শরীফ (২৭/৬/৫৬ ইং)

সংবাদপত্র ইত্যাদি নতুন জিনিসের ব্যবহার সম্পর্কে

আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন একটা পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পাশ করাইয়া তার ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভিতর দিয়ে তার চিরস্থায়ী জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করিয়া গঠন করিয়া দেওয়ার জন্য। যে এই পরীক্ষায় ফেল হইবে-যে তার ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভিতর চিরস্থায়ী জীবনকে গঠনের কর্মসূচীকে মূহুর্তের তরেও ভুলিয়া যাইবে সে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মানুষকে এই কাজে সাহায্যের জন্য আল্লাহ পাক স্বর্গ হইতে অর্থাৎ সপ্ত আকাশের উপর হইতে দুইটি পবিত্র জিনিস দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। একটি কুরআন অন্যটি রাসুল (সা.)। এই দুইটি জিনিষের হেফাজতের জন্য আল্লাহ নিজে ভার নিয়ে তার ইন্তেজাম এই করিয়াছেন যে, তাঁহার খাস প্রিয় একদল লোককে এই কাজে লাগাইয়া রাখিয়াছেন। আবহমানকাল থেকে এই সিলসিলা চলিয়া আসিতেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। এই জন্যই কুরআন-হাদীসের ইলম শিক্ষা করা এবং ইলম শিখিয়া তাহাকে জারি রাখা ফরজ করা হইয়াছে।

যাদের এই জ্ঞান নাই তারা মনে করে যে, আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে কয়েকটি জিনিস মাত্র হারাম করিয়াছেন যেমন-সতীত্ব হরণ, চুরি করা, জুয়া খেলা,

facebook/@maktabatuttalamij

মদ্যপান, শূকর ভক্ষণ, মেয়ে জাতির চিকন মধুর স্বরে আওয়াজকরণ, পুরুষকে মেয়ে জাতির সৌন্দর্য দেখান ইত্যাদি এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কয়েকটি জিনিস হারাম করিয়াছেন যেমন জীবজন্তুর ছবি অঙ্কন, সোনা, রূপা, রেশম পুরুষদের জন্য ব্যবহারকরণ ইত্যাদি। কিন্তু সে যামানায় রেডিও ছিল না, সিনেমা ছিল না, ইংরেজী পড়া ছিল না, ফটো তোলার মেশিন ছিল না, সংবাদপত্র ছাপানোর মেশিন ছিল না, যে বিদ্যুতের দ্বারা এবং পেট্রোলের দ্বারা আজ দুনিয়াতে এত উন্নতি সাধিত হইতেছে এর সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল না, এসব সম্পর্কে আল্লাহর কুরআন এবং আল্লাহর রাসূল বোধ হয় কিছুই বলেন নাই, এই যামানার মৌলবীরা হয়ত মনগড়াভাবে বানাইয়া লইয়াছে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

আল্লাহ পাক তাহার কুরআন এবং রাসুলের মাধ্যমে এমন কতগুলি সাধারণ সূত্র দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন আবিষ্কার হইবে সব সম্পর্কে হালাল বা হারাম হওয়ার হুকুম জানা যাইবে। যেমন- যুবক-যুবতী সে জামানায় ছিল, তাহাদের অবাধ মেলমেশাও ছিল, শরাবও ছিল, শরাব পানও ছিল, গান-বাদ্য, জীবজন্তুর ছবিও ছিল, দাড়ি মুণ্ডান, মোচ বাড়ানও ছিল, ঘোড়া দৌড়ের জুয়াখেলাও ছিল, বে-পর্দা, বেহায়ায়ীও ছিল, মিথ্যা প্রচার, হাসি-ঠাট্টা, গালিগালাজ, হিংসা-বিদ্বেষও ছিল। আল্লাহ সরাসরি কুরআনের মাধ্যমে এবং রাসুলের মাধ্যমে এগুলিকে হারাম করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে যাহা কিছু আবিষ্কার হইবে সে সম্পর্কে ইংগিত করিয়া সাধারণ সূত্র দান করিয়াছেন। সেই সূত্র দৃষ্টে হালাল বা হারামে ফায়সালা করিতে হইবে। যাহারা আল্লাহর এই দুটি পবিত্র আমানতের হেফাজতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং করিতে থাকিবেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহারা নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে হালাল-হারামের হুকুম জানাইয়াছেন এবং জানাইতে থাকিবেন। যেমন –সিনেমার মধ্যে যদি ফাহেশা, কুৎসিত ছবি থাকে তবে যেহেতু সময় নষ্ট, সম্পদ নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট এবং স্বভাব নষ্ট হইবে সেই জন্য চারটি হারাম কাজ একসঙ্গে হইবে আর যদি ফিল্মের মধ্যে ফাহেশা, কুৎসিত ছবি না থাকে, শিক্ষামূলক জিনিস থাকে তবে এই চারটি হারাম কাজ হারাম কাজ হইবে না। এইরূপে রেডিও বা সংবাদপত্রে যদি মিথ্যা প্রচার, কুৎসিত সিনেমার প্রচার, বিনা তাহকীকে খবর প্রচার, হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলির প্রচার, ইসলামের বিরোধী, শরীয়ত বিরোধী জিনিস প্রচার না থাকে, সময় নষ্ট, সম্পদ নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট, স্বভাব নষ্ট যদি না হয়।

facebook/@maktabatuttalamij

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এই ধরণের ২০ প্রকারের শরীয়ত বিরোধী কাজের কথা লিখিয়া বলেন যে, যদি এই সব খারাবী না থাকে তবে আমি হালালকে হারাম বলি না। কিন্তু এই জামানায় তদ্রূপ সতর্কতার সংখ্যা খুব কম হইয়া গিয়েছে। তবুও যদি কেউ পূর্ণ সতর্কতা সহকারে ইংরেজী ভাষা শিখিয়া আমেরিকা-ইউরোপে গিয়ে ইসলাম প্রচার করিতে পারে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়া সততা সহকারে মানব সমাজের সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে রাস্তা, পুল, ঘরবাড়ি তৈয়ার করিয়া মানুষের উপকার করিতে পারে, চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখিয়া আর্ত মানুষের সেবা করিতে পারে, রেডিও-সংবাদপত্রের দ্বারা ইসলাম প্রচার এবং দুনিয়ার মানুষের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করিতে পারে তবে তাহা উচ্চ দরের নেকীর কাজ এবং সওয়াবের কাজ হইবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে যদি ইংরেজী পরিবেশে গিয়ে নামায-রোযা ছাড়িয়া দেয়, টুপি, দাঁড়ি জাতীয় পোশাক আদর্শ বর্জন করে, হীনমন্যতা সূচক বিজাতীয় অনুকরণ আরম্ভ করে, মুরব্বী মান্যতা, হায়া-শরম ছাড়িয়া দিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে, দুর্নীতি করে, দেশের গৌরব-জাতীয় গৌরব নষ্ট করে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়া চোরামি, ধোঁকাবাজি করিয়া, ব্লাকমার্কেট করিয়া, আমানতের খেয়ানত করিয়া মানুষের বাড়ি-ঘর, পুল, রাস্তা ইত্যাদি নষ্ট করে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়িয়া গরিব রোগীদের সেবার পরিবর্তে শুধু অর্থ গৃধতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গরিবদের রক্তশোষণ এবং গরিবদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, নতুন আবিষ্কারের মেশিন দ্বারা নিরীহ মানুষদের হত্যা করে, অর্থ শোষণ করিয়া তাদেরে কঙ্কালসার করিয়া দেয় তবে সেইটা কুরআন হাদীসের সাধারণ সূত্র অনুসারে হারাম হইবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ছেলে প্রথমেই বড় চোর হয় না। আগে এটা ধরে পরে নেয় কাহারও গাছের কুল, পেয়ারা বা আম ইত্যাদি চুরি করে এর পর আস্তে আস্তে বড় চোর হয়। স্নেহবতী মাতা, স্নেহবান পিতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী উস্তাদের কর্তব্য প্রথমাবস্থাতেই ছেলেকে কুল, পেয়ারা ইত্যাদি চুরি করিতেই কঠোরভাবে বাধা দেওয়া। ছেলে যখন আগুনে পড়িয়া যাইবে তখন মাত্র তাকে বাধা দিতে হইবে না, যখন সে আগুনের দিকে ধাবিত হইতে আরম্ভ করে তখনই তাকে বাধা দিয়ে কোলে তুলিয়া নিতে হইবে। কু-কাজে প্রথম প্রথম ছেলে বয়সে মজাই লাগে। তার বিষফল নিজের বুঝে আসে এমন সময় যখন

facebook/@maktabatuttalamij

আর বুঝিয়া কোন ফল হয় না, অভিজ্ঞ স্নেহবান মুরব্বী যাঁরা তাঁদের উচিৎ প্রাণপ্রিয় বাচ্চাদেরকে সূচনাতেই কু-কাজ হইতে বাধা দেওয়া।

আমি মুসলমান সমাজকে সতর্ক করিয়া দিতেছি-

এই যে কু-পরিবেশে আপনারা চিন্তাহীনভাবে ছেলে-মেয়েদেরকে ছাড়িয়া দিতেছেন, এখনও সতর্ক হউন, নতুবা এর ভীষণ পরিণামফল ভোগ করিতে হইবে। ধর্মহীন, ধর্মদ্রোহী পাঠাগারে কচি, বে-গোনাহ, শিশুদেরে পাঠাইয়া তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ধ্বংস করার মহাপাপে আপনারা প্রবৃত্ত হইবেন না। নিজের কলিজার টুকরাকে নিজে হাতে ধরিয়া আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন না।

খাদেমুল ইসলাম বাংলাদেশ

ইহা কুরআন প্রচার সমিতির একটি শাখা। ধূর্ত পাদ্রীরা দুঃস্থ মানবতার সেবা, শিক্ষা ও সাহায্যের নামে ধোঁকা দিয়ে কোথায়, কিভাবে নিরীহ মুসলমানদের ঈমান হরণ করিয়া খ্রিস্টানে পরিণত করিতেছে উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করিয়া জাতিকে হুঁশিয়ার করিয়া আল্লাহর কুরআনের দিকে আকৃষ্ট করাই এই জামাতের প্রধান কাজ। এই কাজের জন্য জান ও মালের কিছু অংশ খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানেরই অবশ্য কর্তব্য। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান খ্রিস্টান হইয়া যাইতেছে। এই সব বিষয়ে অবগত হইয়া পাদ্রীদের অপপ্রচার হইতে জাতিকে হেফাজত করিতে ইচ্ছুক সকল মুসলিম নর-নারীর খেদমতে আরজ-আপনারা লেখকের নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি পড়ুন এবং ছেলে-মেয়েদিগকে নাস্তিকতাবাদ হইতে ফিরাইয়া খোদামুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলুন।

॥ সমাপ্ত ॥

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.
কর্তৃক প্রকাশিত

মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুজুর রহ.-এর
লিখিত ও অনুবাদকৃত কিতাবসমূহের তালিকা

১. হক্কানী তাফছীর
২. বেহেশতী জেওর
৩. জীবনের পণ
৪. তওবানামা
৫. তাছাওউফ তত্ত্ব
৬. কছদুছ ছাবীল
৭. এছলাহে নফ্‌স
৮. দুসরা সবক
৯. আল্লাহর পরিচয়
১০. প্রশ্নোত্তরে তাছাওউফ তত্ত্ব
১১. তাছাওউফ কাহাকে বলে?
১২. পীরের পরিচয় ও মুরীদের কর্তব্য
১৩. অছিয়ত নামা
১৪. ইলহামী যেকেরের মশ্‌ক
১৫. মসজিদ
১৬. বিশ্বকল্যাণ
১৭. মুক্তির পথ
১৮. জামাআতী জেন্দেগী ও কর্মসূচী
১৯. ইংরেজী পড়িব না কেন?
২০. জীবন্ত মসজিদ
২১. খাদেমুল ইসলাম কর্মসূচী
২২. তা'লিমুদ্দীন
২৩. চরিত্র গঠন
২৪. নামায শিক্ষা
২৫. মুনাজাতে মকবুল
২৬. সংক্ষেপে ইসলাম
২৭. এলমের ফযিলত
২৮. কোরআনের তা'যীম
২৯. মানুষের পরিচয়
৩০. হায়াতুল মুসলিমীন
৩১. ধর্মের আসল উদ্দেশ্য কি?
৩২. প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণীঝড়ের কারণ কি?
৩৩. হালাল ও হারাম
৩৪. সাফাইয়ে মোআমলাত
৩৫. তাবলীগ বা ইসলাম প্রচার
৩৬. তাবলীগে দ্বীন
৩৭. তাবলীগের ফযিলত
৩৮. মা-বাবা ও সন্তানের হক
৩৯. আদর্শ মুসলিম পরিবার
৪০. সভ্যতার মাপকাঠি
৪১. মাতৃজাতির মর্যাদা
৪২. সর্তকবাণী
৪৩. ভুল সংশোধন
৪৪. পাদ্রীদের গোমর ফাঁক
৪৫. অসৎ আলেম ও পীর
৪৬. বেদআত ও ইজতেহাদ
৪৭. বৃটিশ শাসনের বিষফল
৪৮. শত্রু থেকে হুঁশিয়ার থাক
৪৯. পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা
৫০. আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায়?
৫১. হাদীসে আরবাঈন
৫২. জেহাদের আহবান
৫৩. রোযার ফযিলত
৫৪. ফরুউল ঈমান
৫৫. যেকেরের ফযিলত
৫৬. নামাযের অর্থ

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.
কর্তৃক প্রকাশিত

মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুজুর রহ.-এর
লিখিত ও অনুবাদকৃত কিতাবসমূহের তালিকা

৫৭. হাদীসের রত্ন ভান্ডার বা শাসন পদ্ধতি
৫৮. ওমরে-সানী [ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ]
৫৯. কোরআনের উপর হস্তক্ষেপ বরদাশত করা যাইবে না
৬০. বিদায় হজ্জে বিশ্ব মুসলমানের প্রতি রাসূল (স.) এর বাণী
৬১. পতিত পাবন বা ইসলামের উদারনীতি
৬২. হজ্জের মাসায়েল
৬৩. বাংলা ফারায়েজ
৬৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে পারিবারিক আইন
৬৫. তেজারতের ফযিলত
৬৬. নেতার কর্তব্য
৬৭. ভোটারের দায়িত্ব
৬৮. ভোট সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ
৬৯. এই জামানায় ইসলামী নেজাম সম্ভব নয় কি?
৭০. ধর্ম ও রাজনীতি
৭১. খেদমতে খালক বা দুঃস্থ মানবতার সেবা
৭২. নামাজের ফযিলত
৭৩. নামায ও মাসআলা শিক্ষা
৭৪. জেহাদের গুরুত্ব ও ফযিলত
৭৫. ছদর ছাহেব হুজুর রহ.-এর নির্বাচিত বাণী সমগ্র

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.

ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মোজাহেদে আজম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুজুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির রেখে যাওয়া কর্মসূচি ও বিস্তৃত কর্মময় জীবনের অমরকীর্তি দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী

কোরআনী মক্তব: শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের কোরআন শরিফ ও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শেখানোর জন্য মক্তবের ব্যবস্থা করা।

প্রকাশনা: আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব রহ.-এর লিখিত হক্কানী তাফছীর ও গ্রন্থাবলীসহ অন্যান্য কিতাবাদী মানসম্মতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

ছদর ছাহেব রহ. শিক্ষা বৃত্তি: দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, শিক্ষা বৃত্তি ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা।

স্বাস্থ্যসেবা: সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সহায়তা, বিনামূল্যে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, মেডিক্যাল ক্যাম্প ও রক্তদানের ব্যবস্থা করা।

কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ: কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অনুযায়ী বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা তৈরি করা।

মানবসেবা:

- জাকাত ও এককালীন অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃত দরিদ্রদের সহয়াতা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাবলম্বী করা।
- গরীব, অসহায় ও বিধবাদের স্বনির্ভর হওয়ার ব্যবস্থা করা।
- মা-বাবার স্নেহবঞ্চিত ও এতিম শিশুদের শিক্ষা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

সামাজিক কর্মসূচি: সামাজিক কার্যক্রমে ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচার-প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

প্রকাশনায়
আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী
ছদর ছাহেব রহ. ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAMSUL HAQUE FARIDPURI SADAR SAHEB RH. FOUNDATION
গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৯৩২-৩৮ ৩৩ ৩৮
e-mail: sadarsahebfoundation@gmail.com

facebook/@maktabatuttalamij